দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২।৭।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম



# খাল খনন কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে

জনগণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী খাল খনন অভিযানের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

এ অভিযানের ফলে সারা বছরব্যাপী সেচের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ২২ লাখ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হলে এসব জমিতে বছরে দুবার ধানসহ অন্তত ৩টি ফসল উৎপন্ন হবে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে কর্মসূচীর একজন সরকারী মুখপাত্র মঙ্গলবার বাসসকে জানান যে কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের ৮৬৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আগেভাগেই বর্ষা শুরু হওয়ায় বাকী ৭৯টি প্রকল্প অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেছে।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ৭শ খাল কাটার কথা ছিল। কিন্তু জনগণের বিরাট চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সংখ্যা ৯৬৫-এ উন্নীত করা হয়।

মোট ২৯৬১ মাইল লম্বা ৮৬৫টি নয়া খাল শুষ্ক মওসুমে ১৫ লাখ ৫০ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আনবে। প্রথম পর্যায়ে ৬৭৫ মাইল লম্বা ১৯৩টি খাল খনন করে ৫ লাখ ৫২ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরদের জন্য প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ হারে প্রথম পর্যায়ে এক লাখ ৪ হাজার মন ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ লাখ মন গম বরাদ্দ করা হয়।

কোদাল ও ঝুড়ি ক্রয়, প্রচারণা, পুরস্কার ও প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথম পর্যয়ে নগদ মজুরী হিসেবে ৬০ লাখ টাকা ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও পরিচালনায় প্রথম পর্যায়ে হাজার হাজার লোক ৬৬ কোটি ৭৩ লাখ ঘনফুট ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো লাখ লাখ লোক ২৩২ কোটি ৯০ লাখ ঘনফুট

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## খাল খনন

(১-এর পৃঃ পর)

মাটি কাটে।

সেচের জন্য এ পর্যন্ত ১১,৫০০ সেট পাওয়ার পাম্প মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এর মধ্যে 8000 সেট প্রকল্প এলাকায় বসানো হয়েছে।

খালের পানি সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৬ লাখ টনসহ মোট ২১ লাখ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে বলে হিসাব ধরা হয়েছে।

মুখপাত্র বলেন যে সরকার ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শীতকালীন ফসলের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সময়োচিত সেচের ব্যবস্থা করতে ভূপৃষ্ঠের পানি উত্তোলন ও নিয়ন্ত্রণকল্পে সেচের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে খাদ্য উৎপাদন দু কোটি টনে বৃদ্ধির জাতীয় লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ১৯৭৭-৭৮ সালের ২৮ লাখ ৭৫ হাজার একর থেকে ৭২ লাখ একরে সেচ সম্প্রসারণের উপর নির্ভরশীল।

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচী ১৯৮০-৮১ খনন মওসুমের শেষ নাগাদ ২১ লাখ ২ হাজার একর জমিতে সেচের সুবিধা করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়নের ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা।

বিপ্লবী কর্মসূচীর জরিপ রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে মুখপাত্র বলেন যে খাল খনন কর্মসূচী সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যারা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।